Embassy of the United States of America
Dhaka, Bangladesh
Public Affairs Section

ইউএসএআইডি-ইউকেএআইডি'র শান্তিপূর্ণ নির্বাচনী প্রচারণা বিষয়ক কর্মসূচি 'শান্তিতে বিজয়ের' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মার্শিয়া বার্নিকাট এর বক্তব্য

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)
আগারগাঁও, ঢাকা
সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৮

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আওয়ামী লীগ, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জাতীয় পার্টির সম্মানিত নেতৃবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী ও কূটনৈতিক কমিউনিটির সহকর্মীবৃন্দ, মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ- আসসালামু আলাইকুম, শুভ সকাল!

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে আজ এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র দিবস (১৫ সেপ্টেম্বর) পালনের দু'দিন পরই একত্র হয়েছি আমরা। আমাদের অনেকের কাছেই সেটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন।

'শান্তিতে বিজয়' অর্থাৎ 'উইন উইথ পিস' কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের মতো বিভিন্ন দলের এত বেশিসংখ্যক বিশিষ্ট নেতার এখানে উপস্থিতি খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। এটি বাংলাদেশে শান্তি, সহনশীলতা ও গণতন্ত্রকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের অঙ্গীকারকেই তুলে ধরছে।

আজকের এ অনুষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্র সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার - এবং আপনাদের সবার- অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশি সহযোগীদের অনন্য সহযোগিতার ফসল। আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে উন্নয়ন আর প্রগতির আকাঙ্খা ও উচ্চাভিলাষ। আমাদের সংবিধানগুলোতে এ ধারণাটি গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছে যে, সব মানুষ জন্মগতভাবে সমান এবং চিন্তা, উদ্ভাবন ও নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ আর স্বাধীনতা দেওয়া হলে প্রতিটি মানুষের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। আমার প্রত্যাশা, আজকের এ অনুষ্ঠান বাংলাদেশে শান্তি বজায় রাখা এবং সব নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও আসন্ন সংসদ নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সবাইকে আরও বেশি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে উৎসাহিত করবে।

শান্তি, পারস্পরিক সহনশীলতা ও অংশগ্রহণমূলক মনোভাব- বাংলাদেশে এ সবকিছুরই রয়েছে এক জোরালো ঐতিহ্য।

হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার মাধ্যমে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলায় অবদান রাখতে পারবো। সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, বিদ্বৎসমাজ, মিডিয়া -এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা-বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে মিলে এ কাজ করতে সক্ষম হবো আমরা।

একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিশেষ করে মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার পথে থাকা একটি রাষ্ট্রের জন্য।

সব রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তির জন্য নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মী-সমর্থকদের অবশ্যই নিজেদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ, প্রচারণা চালানো এবং ভয়ভীতি, প্রতিশোধ বা জবরদস্তিমূলক বিধিনিষেধ ছাড়া শান্তিপূর্ণ সভাসমাবেশ করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

ইস্যু বা নীতির বিষয়ে মতপার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোকে অবশ্যই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বৈধ অংশগ্রহণকারী এবং পরবর্তী সরকারের সম্ভাব্য নেতা হিসেবে মেনে নিতে হবে।

বাংলাদেশিদের অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে- নির্বাচনের আগে, চলাকালে এবং পরে- সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে অহিংস আচরণ করার আহ্বান জানাতে হবে। সহিংসতা শুধু তাদেরই কাজে আসে যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং বাংলাদেশ ও তার নাগরিকদের স্বার্থহানি করতে চায়।

নির্বাচনের প্রাক্কালে 'শান্তিতে বিজয়' কর্মসূচি অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে আজ এখানে উপস্থিত প্রত্যেকের -বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে প্রতিনিধিত্বকারী সবার- সাফল্য ও অঙ্গীকার কামনা করছি আমি। বাংলাদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় আমাদের অংশীদারি অব্যাহত থাকবে সে প্রত্যাশাই করি। ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের নেতৃত্বে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করার জন্য 'স্ট্রেংথেনিং পলিটিক্যাল ল্যান্ডস্কেপ' দলকে ধন্যবাদ। পাশাপাশি 'শান্তিতে বিজয়' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে একে সহায়তা করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

অনেক ধন্যবাদ! শান্তিতে বিজয়, উইন উইথ পিস!

** বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর / ২০১৮